দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 6 FEB 20 3
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৭

সংঘর্ষের ঘটনায় ছাত্রদলের ১১০ নেতা-কর্মীকে আসামী করে মামলা

চট্টগ্রাম ভার্সিটির ভিসি-প্রো-ভিসির পদত্যাগ দাবী করেছে ছাত্রদল

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের সাথে পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনায় হাটহাজারী থানা পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ১১০ জন ছাত্রদল নেতা-কর্মীকে আসামী করে মামলা দায়ের করেছে। থানা ওসি মোহাম্মদ খালেদ বাদী হয়ে সোমবার গভীররাতে এ মামলা দায়ের করেন। পুলিশ গত (মঙ্গলবার) ছাত্রদল নেতা নাসির খানকে গ্রেফতার করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল ভিসি, প্রো-ভিসির পদত্যাগ ঘটনায় জড়িত পুলিশ কর্মকর্তা ও সিপাহীদের শাস্তিসহ ৫ দফা দাবী জানিয়েছে। গতকাল বিকেলে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে ছাত্রদলের কর্মীদের ওপর পুলিশী [illegible] প্রতিবাদে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে দাবীসমূহ উত্থাপন করা হয়। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সোমবারের ঘটনা তদন্তের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। গত সোমবার বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল তাদের একজন কর্মী প্রহৃত হবার প্রতিবাদে ভিসি অফিসে ভাঙচুর চালায়। এসময় পুলিশের সাথে সংঘর্ষে ৭ জন পুলিশসহ ৩০ জন আহত হয়।

সোমবার গভীররাতে হাটহাজারী থানার ওসি মোহাম্মদ খালেদ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সভাপতি মোহাম্মদ সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক এম আর চৌধুরী মিন্টনসহ ১১০ জন ছাত্রদল নেতা-কর্মীকে আসামী করে মামলা দায়ের করেছে। সোমবার রাতে ছাত্রদল সভাপতির বাসাসহ ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের বাসায় পুলিশ হানা দিয়েছে বলে জানা গেছে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল তাদের ওপর পুলিশের হামলায় ভিসির নির্দেশ ছিল বলে অভিযোগ করেছে। মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলনে তারা এ অভিযোগ করে। তারা জানায়, ভিসি কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কারো সাথে তারা আলোচনায় বসবে না। তারা ভিসি-প্রো-ভিসিকে

কুচক্রী মহলের সহযোগী বলে আখ্যায়িত করে তাদের পদত্যাগ দাবী করেছে। ছাত্রদলের অন্যান্য দাবীসমূহ হচ্ছে ঃ প্রোক্টরিয়াল বডির পরিবর্তন, হামলায়-জড়িত পুলিশ কর্মকর্তা ও সিপাহীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী, ছাত্রদল কর্মী ইসমাইল হোসেন শাহেদের ওপর হামলাকারীদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার। গুরুতর আহত ছাত্রদল নেতা আতিকুর রহমান বিপু, কামরুল, রাশেদ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ছিল। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঘটনার তদন্তের জন্য গত

সোমবার রাতে ৫ জন ডীন ও প্রক্টরের সমন্বয়ে ৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। চবিতে গত (মঙ্গলবার) হতে ঈদুল আযহার ছুটি শুরু হওয়ায় লাগাতার ধর্মঘটের প্রভাব তেমন পড়েনি। তবে ক্যাম্পাসে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছিল।